<u>**২৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৯ আমাদের গত কয়েক বছরের পূজো**</u>

গত শুক্রবারে গেছিলাম ঝটিকা সফরে লন্ডনের পুজো দেখতে
উদ্দেশ্য আমাদের সাথে ওদের পুজোর পার্থক্যটা কি সেটা ভাল করে বুঝতে

গর্বের সাথে বলতে পারি আমাদের পুজো অনেকের থেকেই উত্তম
সম্পুর্ণতায় আমরা এগিয়ে, বাজেট হয়তো ওদের থেকে আমাদের কম

এবারের কেম্ব্রিজের দুর্গাপুজো এক কথায় অসাধারন হোলো
ওনেক সুবিন্যস্ত, স্বতন্ত্র তুলনামুলক ভাবে অন্যদের থেকে যথেষ্ট ভালো

যে রথম আন্তরিকতার সাথে আমরা অতিথিদের অভ্যর্থনা করি
তাতে দর্শক দের ভীড় বাড়বে প্রতি বছর এব্যাপারে বাজি ধরতে পারি

আমাদের সফলতার চাবিকাঠি আমাদের সর্বাঙ্গীন প্রচেস্টা আর আত্মসমালচনা
ভুল ভ্রান্তি কাটাই আমরা নিজেদের মধ্যে করে সুস্থ আলাপ আলোচনা

অফিসের কাজে ব্যাস্ত থাকায় আজ সময় দিতে পারিনা পুজোর কাজে ঠিক আগের মতন
কিন্তু তাতে থেমে যায়নি অগ্রগতি আমাদের, রোজ যোগ দিচ্ছে সদস্য নিত্য নুতন

মনে পরে ২০০৪ সালের কথা, খুজে খুজে গেছিলাম মিল রোডে ভারতভবনে ICS-এর পুজোয়
১০ কি ১৫ জন লোক ছিল সর্বসাকুল্যে, কিন্তু চমতকৃত হোয়েছিলাম বর্ণালীর আন্তরিকতায়

২০০৫ এর ডারউইন কলেজের পুজোয় ঠিক হোলো দর্শণার্থীদের দুপুরে ভোগ খাওয়ানো হবে
বর্নালী ইমেল করে জানালো খিচুরি, আলুফুলকপি, চাটনি আর পায়েস লাঞ্চে থাকবে
আলোচনা করে ঠিক হোলো প্রতি ফেমিলি দুটো আইটেম ২০ জনের জন্য বানিয়ে আনবে
স্থির হোলো গোপাল কাকু বানাবেন খিচুরি পুজোর দিন সকালে, ওনাকে সুজন সাহায্য করবে

আজ'ও মনে পরে সেই সকাল সকাল উঠে আলু ফুলকপি আর চাটনি বানানো
অদ্ভুত একটা আনন্দানুভুতি, আমাদের বানানো রান্না কিনা হবে দর্শনার্থীদের খাওয়ান

২০০৬ এ দুর্গা পুজো হোয়েছিল কেম্বিজ স্টেশনের কাছে হিলস রোডের চার্চে
৩৫০ এর ওপর লোকে ভোগ খেয়েছিল, বুঝেছিলাম আমাদের পপুলারিটি ক্রমে বারছে

২০০৬ এর পুজোর পরে মিটিং'এ প্রস্তাব এলো একটা ওয়েবসাইট বানালে কেমন হয়
শুভায়ুকে নিয়ে ১৫ দিনেই ওয়েবসাইট রেডি করলাম অপিসে থেকে, ইচ্ছে থাকলে কি-না-হয়
আজ আমাদের ওয়েবসাইট আগাগোরা প্রফেশানাল্ এ ওয়েবসাইট সে ওয়েবসাইট নয়

২০০৭'এ যোগ দিল অনেকে প্রস্তাব এলো সান্সকৃতিক অনুষ্টানের, পুজোকে নতুন মাত্রা দিতে
কালচারাল প্রোগ্রামের প্লান শুনে বয়স ভুলে কচি কাচাদের সাথে বড়ড়া'ও উঠলো মেতে

গিল্ড হলে দুরন্ত অনুষ্টান হয়েছিল কচি কাচা দের নিয়ে, বড়োরাও ছিলনা পিছিয়ে
কাকু বানিয়েছিলেন খিচুরি আর ঘ্যাট প্রায়ে ৫০০ পাবলিকে খেয়েছিল জমিয়ে

সে বছরই সুরু হোয়েছিল দুদিনের পুজো, উদ্বোদন হয়েছিল দশমিতে মাংস ভাত খাইয়ে
সুজন প্রমান করেছিল পাঠার মাংস বানাতে নেই ওর জুরি একা ১০ কেজি মাংস বানিয়ে
সেই ট্রাডিসন আজ'ও চলছে এবারেও দ্বিতীয় দিনের মেনু দিয়েছে প্রথম দিনকে হারিয়ে

২০০৮'এর পুজো ICS এর ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণঅক্ষরে চিরদিন
দু দুটি প্রাইজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সঙ্গে অসাধারন ওয়েবসাইট সফলতা সর্বাঙ্গীন

এবছরের পুজোতে সব কিছুকেই টেক্কা দিয়েছে অতিথি সেবার বন্দোবস্ত
সেটা চা-সিঙ্গারা হোক আর হোক দুপুরের খাওয়া অসাধারন ছিল এক কথায় সমস্ত

সীমা বউদির নারকোল নাড়ু মনে পড়ায় পাড়ার বৌদি মা মাসি পিসিদের
বড়োদের মেকি ধমক, ঠাট্টা ইয়ার্কি, খুনসুটামি, দৌড়াদৌড়ি কচিকাচাদের

বহু অতিথিকে বলতে শুনেছি ভাবা যায়েনা এতো সুন্দর খাওয়া দাওয়া পুজোর অনুষ্ঠানে
সত্যি কথা বলতে কি আমরাও প্রত্যেকে সেটা উপলব্ধি করেছি মনে প্রানে

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা না বললে এ প্রতিবেদন থাকবে অপুর্ন
কবিগুরুর শাপমোচনের পাসে লকড়ি-কি কাঠি আর বলিউড নৃত্য এনেছিল মাত্রা অন্য
অদ্ভুত সংমিশ্রণ সেকাল-একালের যেটা দর্শক-শ্রোতাদের দিয়েছে আনন্দ পরিপুর্ন

নন্দন দশভুজ করেছে গান, হয়েছে শুত্রধর, বাজিয়েছে বেহালা ও হোলো এক বিশেষ ব্যাক্তিত্ত
সম্রাট তার অসাধারন আন্তাক্সারি দিয়ে করে দিয়েছিল অডিয়েন্সকে পুরোপুরি মত্ত

গুরূজনদের জানাই প্রণাম আর বাকিদের বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এটাই কল্যাণময় আর তার পরিবারের ইচ্ছা